বেহিসাবি মনের ডায়রী

জ্যোৎস্না মন্ডল

সূচিপত্র

কবিতার নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
গড়া	৩
ভালোবাসার শিকড়	৪
সমঝোতা	৫
পীরিতের খোঁজে	৬
প্রেমের ফাঁদে	৭
আশ্রয়	৮
বোধ	৯
কথার খেলাপ	১০
দ্যাশের কড়চা	১১
ফিরে পেতে চায়	১২
শীতের ছোঁয়ায়	১৩
অজানার সন্ধানে	১৪
ভবের আমি	১৫
পথের দিশা	১৬
মূল্যবোধ	১৭
মনের ক্যানভাস	১৮
মনরে বুঝাই	১৯
বেহিসাবী মন	২০
গ্রহন	২১
হও মানুষ	২২
অভাব	২৩
একাঙ্ক নাটক	২৪
লক্ষ্মী মেয়ে	২৫
স্বপ্ন	২৬
দৃঢ়তা	২৭

গড়া

একবার পুড়ে গেলে মাটি
কঠিন ইট হয়ে যায়,
যতই জল ঢাল না কেন
সে মাটি গলে না রে হায়।

আগুনের ভীষণ তাপে
কামার লোহা গলায়,
নিত্যদিনের প্রয়োজনে
কত কিছু সে বানায়।

স্বর্ণকারের হাতের অলঙ্কার
নারীর শোভা বাড়ায়,
শত আঘাত পেলেই পরে
সৃষ্টি সোনারে শানায়।

মানুষ হয়ে এই ভবে এসে
ডুবলি কত খেলায়,
শত আঘাতে নিজেকে গড়ে
মানুষ রয় না কারুর আশায়।

ভালোবাসার শিকড়

ভালোবাসার গভীরতা দেখা যায় না
মনের গভীরে সে নিমজ্জমান রয়,
আকাশের নীলিমা স্পর্শ করা যায়না
দূর থেকে দেখা নীলের মধ্যে
অজান্তেই মন হারিয়ে যায়।

সমুদ্রের কিনারে থেকে
শুধুই জলরাশির তরঙ্গ অনুভূত হয়,
সমুদ্রের গভীরে যে অসীম সৌন্দর্য্য বিরাজমান,
অতলে গেলেই তা দৃশ্যমান হয়।

মানুষের ভালোবাসা
গাছের শিকড় এর মতো,
ফুলের মত আলতো নয়,
ফুল শুধু সুবাস দিয়ে ঝরে যায়,
কিন্তু শিকড় মৃত্যু পর্যন্ত সঙ্গে থেকে যায়।

সমঝোতা

ঋণী হতে না চাইলেও
সবাই ঋণী হয়ে যায়,
সুখী হতে চাইলেও
পূর্ণ সুখী কজনে হয়।

দুখের আঁধারে সুখের বাস
মনের ভেতরে প্রেম সায়র,
সুখ পাখি ঐ নিত্য চলে
নিয়ম মাফিক জোয়ার ভাটার।

নীল রঙের আকাশও
কালো মেঘে যায় ছেয়ে,
সোজা পথে চলেনা জীবন
উঠতে হবে পাহাড় বেয়ে।

বৃষ্টিস্নাত গাছগাছালি
উর্বর মাটিকে আঁকড়ে ধরে,
নোনা মাটিতে ফসল ফলেনা
অনন্ত এই চরাচরে।

পীরিতের খোঁজে

পীরিত কইরতে মন বেসামাল
হয়ে যায় কেনে রে,
তোর সোহাগে মন ভরে লাই
এ মন লতুন মরদ খোঁজে রে।

সময় মতো সময় দিতে
আর কবে পারবি তুই,
সোনার দিন ফুরাইন গেল্য
পীরিত রতন বুঝলি কই?
তোর সোহাগে মন ভরে লাই
এ মন লতুন মরদ খোঁজে রে।

পলাশ ফুলের সাজ দেইখ্যে
তোর পরাণ গলে লাই,
মকর পরব চইল্যে গেল্য
মেলায় লিয়ে গেলিক লাই,
দূরে রেইখ্যে দিলি বইল্যে
এ মন লতুন মরদ খোঁজে রে।

প্রেমের ফাঁদে

খস খস পাতার আওয়াজে ঘুম ভাঙে,
কল কল নদীর আওয়াজে মন নাচে
তুমি কেন বসে আছ একাকী...
হাতটি ধরো আমার শক্ত করে আনন্দে,
চলো একসাথে পথ হাঁটি এক ছন্দে।

পিছনে ফিরে তাকিও না আর প্রাণ বন্দে,
সামনে নদী দুর্বার গতিতে চলছে সানন্দে,
ঢেউ এর উপরে নৌকা উঠে
কেমনে দেখো দোদুল্যমান,
তোমার মনে তরঙ্গ যেন এনো না আর,
ভেসে চল যাই ঐ সুদূরে হাতে হাত বেন্ধে।

নীলের বিস্তৃতি আলিঙ্গন করো একান্তে,
বুক ভরে নাও লম্বা হিমেল বাতাস,
পাখীর ডানায় ভর করে নিজেকে ওড়াও অজান্তে,
নীচে আমি আছি তাকিয়ে তোমা পানে দিনান্তে,
আকাশ থেকে নেমেই যখন দেখবে আমায় পথের প্রান্তে,
আমার আঙুল তোমার আঙুলের ফাঁকে,
পড়েছি তোমার নিবিড় প্রেমের ফান্দে।

আশ্রয়

নির্বিকার মুখ নির্বিকার চিত্ত
কথার আওয়াজ কানে যায় না,
বসি নিরালায় নির্জন মনের দ্বীপে
গঞ্জনার কামড় আর তো সহে না।

তিরস্কার বঞ্চনা ক্রমশ ধাবমান
জীবন গতির পথে
আঁকাবাঁকা পথে ইচ্ছে চলেনা,
মুষ্ঠিযুদ্ধে নিত্য অসফলতায়
স্বপ্ন যায়না কেনা।

আশ্রয় চাইতে আদর্শের পথে
প্রখরতা কাজে লাগে না,
মেনে নিচে হবে সব দুর্নীতি
নয়তো জীবন বাঁচে না।

বোধ

বোধগম্য করাতে গিয়ে
নিজের বোধের উদয় কই?
বেশি বুঝে লাভ কি রে ভাই
আমরা তো কেউ মানুষ নই।

পিঁপড়ে কেমন নিজের পিঠে
ভারি বোঝা বয় রে ভাই,
অসময়ের রশদ নিয়ে
সারি বেঁধে যাচ্ছে ঐ।

রাতের অন্ধকারে পেঁচা ডাকে
দিনের আলোয় কাক চড়ুই,
মোদের মুখে আওয়াজ নাই
নিজের তালে নিজেই রই।

বনের পশু বনের পরিবেশে
সাবলীলভাবে বাড়ছে ঐ,
আদরেও মানুষ পোষ মানেনা
আমরা তো আর পশু নই।

কথার খেলাপ

বলেছিলে হাতে হাত রেখে
দেবে সাগর পাড়ি,
কথা দিয়েছিলে স্বপ্ন দিয়ে
গড়বে সুখের বাড়ি।

নতুন ভোরের আবেশ মেখে
প্রতীক্ষায় এক নারী,
লক্ষ যোজন দূর হতে এলে
মনেতে ঢেউ এলো পাথারি।

রঙ মশালের আলোয় দেখি
বিষণ্ণতায় মুখ ভারি,
স্বপ্ন কিনে স্বপ্ন বেচো
এ কাজে তোমার নেইকো জুরি।

নাই বা যদি রাখবে কথা
কেন এত কথার ঝুড়ি?
বসন্ত সবার জন্য নয়
প্রেম পাখি ঐ গেল উড়ি।

দ্যাশের কড়চা

বলছি সবাই শোনো শোনো
শোনো দিয়া মন,
মোগো দ্যাশের কড়চা লইয়া
করিগো বর্ণন।

আইজ কাইলকার রাস্তাঘাটের
এ কি হইল হাল,
বিড়াল গুলান দেখছো কেমন
চাটে বাঘের গাল।

কারোর বাড়ী কেউ যায় না
খরচ বাঁচানোর দায়ে,
টাকার পিছন ছুটতে গিয়া
লক্ষ্মী গেলেন বাঁয়ে।

নেতাদের লগে আড্ডা মাইরা
ফেরে রাইতের বেলা,
পথের মধ্যে গোল বাঁধাইয়া
ঘাঁপটি মাইরা দেখে খেলা।

ঝোপ বুইঝ্যা কোপটি মাইরা
ভবিষ্যৎ রচে যেজন,
পেন্নাম জানাই তার চরণে
যে আসল ভোগীজন।

ফিরে পেতে চায়

কোথায় গেলে ফিরে পাব
ছেলেবেলার সোনালী দিন,
বলোনা আমায় কেমনে যাবো
যেথায় বাজে প্রাণের বীণ।

বিকেলের মিষ্টি রোদের সমুদ্রে
গা ভেজাতে এ মন চায়,
বলোনা কীভাবে সত্যি করে
বাল্যকালে ফিরে যাওয়া যায়।

মানুষের পাশে মানুষ যেথায়
সুখে দুখেতে থাকে,
সেই দেশের নতুন আস্বাদ
পেতে চাই কাজের ফাঁকে।

যেই দেশেতে মনের বাগানে
ফুলের মেলা সুবাস ছড়ায়,
সেই বাগানে হরষিত মন
মিলনের লাগি দু বাহু বাড়ায়।

শীতের ছোঁয়ায়

শীতের হিমেল নরম বাতাস
পাখির ডানায় কাঁপন,
শিরশিরানি বুকের ভেতর
গাছের পাতায় নাচন।

উত্তুরে ঐ ঠান্ডা হাওয়ায়
ঠকঠকানির মজা,
একটু উষ্ণতা পাবার আশায়
বুকেতে মুখ গোঁজা।

হৃদয় জুড়ে উদাস সুরে
শীতের আমেজে ভাসা,
নীরব চোখ খুঁজে বেরায়
মন চায় সর্বনাশা।

অজানার সন্ধানে

তুমি কে? কোথা থেকে তোমার উৎস?
জানতে গিয়ে মেলে না কোনো উত্তর,
কাজের মধ্যে আনন্দ অপার
শেখার আগ্রহে হতে হবে তুখোর।

তোমার হৃদয় বলে দেবে
তুমি কেমন মানুষকে চাইবে,
তোমার ব্যবহারই ঠিক করবে
তোমার সাথে কে সারাজীবন রবে।

চোখের কোণের জমায়িত জলে
মেটে না মনের আকুল পিপাসা,
ধূসর মরুভূমির বক্ষ মাঝে
শুধুই যে দেখি বড় ধোঁয়াশা।

বালিয়াড়ি চলমান বাতাসের খেয়ালে
জীবন তরী চলে হেঁয়ালে,
তোমারে জিনিতে পারবে তুমি
যেদিন হিসেবের খাতা খোয়ালে।

ভবের আমি

ভবের মাঝে এসে পড়লাম
বিধাতার কৃপায়,
কর্ম করে যাবার পথে
ডুবলাম লালসায়।

চাওয়া পাওয়া হিসেব করি
জীবনবোধের আশায়,
সঠিক পথে চলতে নারি
গুরু বিনে হায়।

ধূপ শেষ হয়ে গেলে
সুগন্ধের রেশ থেকে যায়,
সুকর্মের চিহ্ন থেকে যাবে
জীবনের শেষে হায়।

পথের দিশা

এই দুনিয়ার সবচেয়ে সস্তা ‘পরামর্শ’
এক মানুষের কাছে চাইলে
দশ মানুষ দিয়ে দেবে,
আর সবচেয়ে দামি ‘সাহায্য’
দশের কাছে চাইলে একজনই দেবে॥

সহনশীলতা বাড়বে যখন
সাফল্য রাজপথে আর মনের মন্দিরে,
অস্থিরতা আর উন্নাসিকতা নষ্ট করে
গুণের খনি বারে বারে॥

মানুষ হয়ে মানুষ খুঁজিস
নিজে মানুষ হইলি নারে,
মানব মাঝে মিলবে রতন
ভজবি গুরু যখন সাকারে॥

মূল্যবোধ

কলম যতই দামী হোক
ভিতরে কালি না থাকলে
সে কমল মূল্যহীন,
মানুষ যতই শিক্ষিত হোক
ভিতরে বিবেক না থাকলে
সে মানুষ গুরুত্বহীন।

গাছ যতই বড় হোক
ফল ফুল হীন সে গাছ কদরহীন,
মানুষের যতই রূপের ঐশ্বর্য্য থাকুক
মনের শিক্ষা না থাকলে
সে মানুষের অস্তিত্ব অর্থহীন।

গাড়ী যতই দামী ও সুন্দর হোক
পেট্রোল ডিজেল না ভরলে
সে গাড়ী চলনহীন।

বাড়ী যতই সুন্দর ও বড় হোক
মানুষ না থাকলে
সে বাড়ী জনমানবহীন।

টাকা পয়সা সোনা দানা যতই থাকুক
বিদ্যা শিক্ষা সহিষ্ণুতা সততা না থাকলে
সে বৈভব আলোকহীন।

মনের ক্যানভাস

মনের মিলনে বাড়ুক প্রেম
কখনো নয় পরিচয়ে,
অনুভূতিতে ভালোবাসা হোক
নয় তা অভিনয়ে।

যে অপেক্ষা করে
আমরা তাকে করি উপেক্ষা,
যে উপেক্ষা করে
তার জন্যে থাকে নিবিড় অপেক্ষা।

যে নদী খরস্রোতা
মোহিত হই দুর্নিবার গতির আকর্ষণে,
দু পাড়ের গ্রামে ভাঙন ধরেছে
বোঝে তা কজনে।

দাবানলে পোড়ে শত শত গাছ
বনাঞ্চল হল ছারখার,
মনের অনলে পুড়ে মরে কত
কোমল প্রাণ বারংবার।

মনরে বুঝাই

প্রেমের ঘরে দিয়েছি একখান তালা
ভালবাসা দিন দিন বাড়ায় মনের জ্বালা,
স্নেহের বাঁধনে বান্ধি যখন যারে
পরানডারে করে সে ফালা ফালা।

লতানো গাছে লাউ ধরেছে দেখ
বিনয়ে হয়না মনডা তার কালা,
বটগাছে কেমন ছোট্ট ফল ধরে
লজ্জা পাবার আসে না তার পালা।

অধীর হয়ে ওঠে এই মন বার বার
ভবের মাঝে চলছে কতই প্রেমের খেলা,
মনডারে তাই বুঝাই সদাই
প্রেমের বেচাকেনায় হয়ো না মন খোলা।

বেহিসাবী মন

আহত ব্যক্তি সহজে তার
যন্ত্রণা ভুলে যায়,
অপমানিত ব্যক্তি সহজে তার
যন্ত্রণা ভুলতে পারে না।

ক্ষতের চিহ্ন মিলিয়ে যায়
দিন হতে দিন তরে,
অসম্মানের বোঝা ভীষণ ভারী
জীবন থেকে কখনো নামেনা।

সুখ দুঃখ নিয়েই চলে
সাধের জীবন তরী,
ক্ষণস্থায়ী সময়ের মূল্যায়ন করো
চাওয়া পাওয়ার হিসেব রেখোনা।

গ্রহন

বিকেলের সোনালী রোদ্দুর কপোলে ভাতিছে দেখ
রাজটিকা পরিয়ে দিলে অজান্তে সঙ্গোপনে
সন্দিগ্ধ মনে ভবতরী চালাই লক্ষ্যহীন পথে
এ শোভা মানতে চাইনা মনে।

আলোর দ্যুতি ছড়িয়ে দিলে জীবন প্রভাতে
নাড়িয়ে দিলে যত অনুভূতিগুলো নিবিড় ক্ষণে,
তোমা হতে আজ লক্ষ যোজন দূরে
হে বন্ধু হাত বাড়ালেই যখন
শুদ্ধ করো মোরে গ্রহনে।

হও মানুষ

অসহিষ্ণুতা বয়ে আনে
ধ্বংস কিংবা ভয়,
মানবিকতার মাঝেই থাকে
মানুষের পরিচয়।

মানুষ হয়ে মানুষ ভজো
মানুষের মধ্যেই অমূল্যধন,
আপনারে আপনি চিনে নিলে
মানুষ চেনা সহজ হয়।

মনের মানুষ খুঁজতে গিয়ে
নিজেরে আগে করো মানুষ,
জগতের সব মানুষগুলান
মনের মন্দিরে যেন রয়।

অভাব

একমুঠো অন্ন, পরিধানের বস্ত্র, সুশিক্ষা থেকে
বঞ্চিত যে দেশের কোটি কোটি মানুষ,
সে দেশেতে বৈভব, আতিশয্য হাস্যকর,
মানুষ মানুষকে ভক্ষণ করে
নিদ্রা যায় আত্মসুখেতে।

একদিনের অন্ন জোগাতে গিয়ে
নামের লাইনে দীর্ঘ প্রতীক্ষা,
সারাজীবনের পেটের ক্ষুধা মেটানোর
ভাবনা নেই সমাজে,
নাতিদীর্ঘ চন্ডীপাঠ করলেও
কেউ চায় না বুঝতে।

মায়ের কাছে একটা জামা চেয়েছিল বাচ্চাটি...
সেদিন রাতে মা ঘরে ফেরে নি আর,
অসময়ের ফাগুনকে ডেকে এনেছিল
জীবনের কালো রাতে।

বৃষ্টির জলে ঘরের বিছানায় ভিজে জবজবে হয়ে
কাঁদতে থাকে অনাথ শিশুটি,
সুশিক্ষাই পারে দৈন্য ঘোচাতে।

একাঙ্ক নাটক

নিজের সঙ্গে নিজের কাটে
সীমাহীন অমূল্য সময় অঘোরে,
সময়ের গতি বড় ধীর
চলছে টিক টিক করে,
সময়ের ফাঁকে সৃজনশীলতা
মনের দিগন্তে উঁকি মারে,
অধীন মন কী যেন কী
অযথাই খুঁজে মরে,
নিজেকে আবিষ্কার করার
মহামূল্য মুহূর্তগুলো নিয়ে
ভাবছি বসে অগোচরে,
নাট্যমঞ্চে একাঙ্ক নাটক করছি যেন
অবুঝ মনের বিশ্ব জুড়ে।

বন্ধ ঘরে বন্দী হয়ে
শিরদাঁড়াতে লতিয়ে ওঠে ভাবনাগুলো,
ইঁদুর দৌড়ে হাঁপিয়ে ওঠা
নিত্য দিনের ছবির রঙ বদলে ফেলো,
চার বেলা এক টেবিলে আহার করে
জীবন বোধের মজাটা যে লাগায় ভালো।

লক্ষ্মী মেয়ে

এই মেয়েটা শোন কাছে আয়
তোর নাম দিলাম লক্ষ্মী মেয়ে,
বিদ্যাস্থানে সরস্বতী আর
রূপে গুণে লক্ষ্মী তুই সবার চেয়ে,
সংসার তবু টিকলো কোথায় বল?

জ্ঞানভান্ডারের ঝাঁপটা
রাখতে হবে বন্ধ করে,
বোকা সেজে শান্ত হয়ে
থাকবে হবে শ্বশুর ঘরে,
জ্ঞানবুদ্ধি প্রকাশ করে ফেলো না যেন
করে যাও না জানার ছল।

লক্ষ্মী তুমি রোজগেরে
আর নারীবাদী হও না যত,
পুরুষের কাছে যদি তুমি
করতে পারো মাথা নত,
সংসারটা টিঁকে যাবে এ যাত্রায়
নয়তো ভুগতে হবে কর্মফল।

স্বপ্ন

যায় যায় যায় ভেসে
মনটা যে বহুদূরে।
সাতরঙা রামধনু
ছুঁতে চায় মন ভরে॥

কে যেন কানে কানে
বলে ওঠে পাশে আছি।
ঐ তো এসে গেছি
রামধনুর কাছাকাছি॥

সাতরঙা দুপুরে
হিজল গাছের ছায়াতে
পাখীরা কয় যে কথা
মন ভরে কাকলীতে॥

যুগ যুগ যুগ ধরে
তোমারে চাই বারে বারে।
স্বপ্ন যে দেখাতে গিয়ে
তেজস্বিনি করেছ মোরে॥

দৃঢ়তা

অনেক প্রচেষ্টার পরে ব্যর্থ হলে
কেউ যদি তোমায় দেখে হাসে,
জেনে রেখো কলঙ্কময় চাঁদটাতেই
পূর্ণিমা রাত আসে।

জন্ম ক্ষণে অগোচরে
মৃত্যুর দিন লেখা,
প্রতিদিন লড়াই করে
নতুন করে বাঁচতে শেখা।

সব হারালেও মনে রেখো তুমি
গাছেরাও তাদের পাতা হারায়,
প্রতি বছর তবু দাঁড়িয়ে সে রয়
নতুন পাতার আশায়।

॥সমাপ্ত॥